অ মি তা ভ মু খো পা ধ্যা য়

বলো, কিছু বলো

কিছু বলো, আশনা।
অরণ্যে গাছ ও ফুলের মাঝ দিয়ে চলে গিয়েছ।

অরণ্য অফুরান কান পেতে রয়েছে,
ডালপালার ফাঁক দিয়ে সূর্যের নির্বোধ উচ্ছ্বাস, আলো-ছায়া
আমার স্মৃতিকে দিগন্তে ডুবিয়েছে মদির চোখে—

স্বাতন্ত্র্যহীন অসমতায় সাদা দেয়াল, প্ল্যাকার্ড, যানবাহন আর
নানা রেস্তোরাঁ

শহরের প্রতীচী ও প্রাচ্যে।

আশনার প্রতিটি পদক্ষেপ, অরণ্যে এক একটি করে চুম্বন,
প্রতিটি ডাল যেন এক একটি আদর,
আর প্রতিটি পাতা যেন এক ফিশফিশানি।

সূর্যের উষ্ণ বাতাসে অরণ্যের গোধূলি হৃদয়ে—
নৌকাডুবির হাহাকার, জড়িয়ে থাকে অভাবে, অজ্ঞানে।

ঘাস ও ফুলের মাঝে আমাদের নিশ্বাস, একে অপরের সঙ্গী
যেন এক গ্রীষ্মের দুপুরে ভালোবাসার গান অরণ্যে, শহরে।

যা হাজার রঙে মোড়া, নানা পোশাকের উড়ানের সাথে
জড়িয়ে থাকে,
বিশ্বস্ত ঝলমলে রোদ্দুর, আশনার মেলা আঁচলে।

আশনা এখনও হেঁটে চলেছে, নির্ভুল পৌঁছোনোয়—
আমি একা তোমার রাস্তা পারাপারে—
আমারই অসমাপ্ত শহর অভিযানে।

বলো, কিছু বলো, আশনা—